উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৯
সংখ্যা ৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১০

পিকেএসএফ আয়োজিত উন্নয়ন মেলা সম্পন্ন

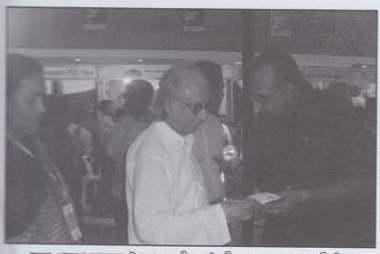

মেলা প্রাঙ্গণে ঘাসফুল উপকারভোগীদের তৈরীকৃত খাদ্যজাত সামগ্রী নিয়ে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর "২০ বছর পূর্তি ও উন্নয়ন মেলা- ২০১০ গত ৬ - ৯ নভেম্বর ঢাকা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। মেলার স্টল সমূহে স্ব - স্ব সংস্থার উপকারভোগীদের তৈরীকৃত হস্তজাত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণের অর্থায়নে তৃণমুল জনগোষ্ঠীর তৈরীকৃত হরেক রকম সামগ্রী মেলায় আগতদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও সিটি কর্পোরেশন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার তৃণমুল জনগোষ্ঠীর (বাকী অংশ ৭ এর পাতায়)

নৈতিকতার বিকাশ - মূল্যবোধ ও পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে ইভ টিজিং বন্ধ করতে হবে

ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি আয়োজিত সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

শিক্ষা শুধু পড়ালেখা নয়, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মাঝে উন্নত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তৈরীর কাজটি পরিবার হতে শুরু হবে। শুধু মাত্র আইন করে সম্ভব নয়। উন্নত নৈতিকতা-মূল্যবোধ ও পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে ইভ টিজিং বন্ধ করা সম্ভব। চট্টগ্রাম, আগ্রাবাদ ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি (ইডিইউ) ক্যাম্পাসটিতে আয়োজিত ইভ টিজিং বিষয়ক সেমিনারের আলোচকবৃন্দ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। গত ৭ ডিসেম্বর ইডিইউ এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইডিইউএর উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ সিকান্দার খান এবং (বাকী অংশ ৪র্থ পাতায়)

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ২০১০ উদযাপন

ডিসপ্লেতে ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

সিএমপি কমিশনার জনাব আবুল কাশেমের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহন করছেন ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা।

২১৪ বছরের পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পুরো বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতার উল্লাসে মেতে উঠে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীকারের এই দিনটিকে বাঙ্গালী জাতি আজো গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বভরে স্মরণ করে। স্বাধীনতার ৩৯তম বার্ষিকীতে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস '১০ উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু - কিশোর সমাবেশ, কুচকাওয়াজ এবং ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের (বাকী অংশ ২য় পাতায়)

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত

মানব বন্ধনে ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের মাঝে চট্টগ্রামের অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) খালেদ মামুন চৌধুরী

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০১০ পালন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে গত ২ নভেম্বর চট্টগ্রামে মানব বন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। "নারী নির্যাতন বন্ধ করি- সবাই সুখের সমাজ গড়ি" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম প্রবর্তকের মোড়ে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানব বন্ধনে চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি, স্কুল - কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সহ সাংবাদিক, পেশাজীবি, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) খালেদ মামুন চৌধুরী মানব বন্ধনের উদ্বোধন করেন। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অঞ্জনা ভট্টাচার্য। ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর-কিশোরীরা মানব বন্ধনে অংশগ্রহন করে। মানব বন্ধন শেষে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ইভ টিজিং এর কারণ ও এর প্রতিকার। সভায় বক্তারা বলেন ইভ টিজিং বন্ধের জন্য সর্বাগ্রে প্রতিটি পরিবারকে উদ্যোগী হতে হবে। কিশোর ও তরুণদের পারিবারিক ভাবে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা গেলেই ইভ টিজিং বন্ধ করা সম্ভব বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিজয় দিবস উদযাপন

১ম পাতার পর - বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিশু - কিশোরেরা বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে সমাবেশ স্থলে এসে হাজির হয়। শিশু কিশোরদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের ৬৬ জন শিক্ষার্থী ডিসপ্লেতে অংশগ্রহন করে। ছোট ও বড় দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। দুটি গ্রুপ থেকে মোট ৯ টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা ডিসপ্লের ছোট শাখায় অংশগ্রহন করে ২য় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য যে ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা সমাজের অনগ্রসর ও তৃণমুল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। পুরস্কার গ্রহন করে শিক্ষার্থীরা বলেন এই পুরস্কার আমাদের জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবুল হোসেনের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহন করছে ঘাসফুল শিক্ষার্থী

পটিয়া উপজেলা

বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে পটিয়া সরকারী কলেজ মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহন করে। ঘাসফুল গ্রামীন শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীরা মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে ২য় পুরস্কার লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে পটিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ইদ্রিছ মিয়া ও পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবুল হোসেন।

এইডস দিবস পালিত

(৮ম পাতার পর) স্বাস্থ্য সহকারী, ধাত্রী, এডোলোসেন্ট সেন্টারের সহায়িকাবৃন্দ ঘাসফুল এবং এসটিআই / এইডস নেটওয়ার্ক চট্টগ্রাম জেলার ব্যানার নিয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের র‍্যালীর স্থলে হাজির হয়। জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ আবু তৈয়ব র‍্যালীর উদ্ধোধন করেন। ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্কের টি - শার্ট, ক্যাপ ও ব্যানার নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করেন। সিভিল সার্জন কার্যালয়ে গিয়ে র‍্যালী শেষ হয়। র‍্যালী শেষে সিভিল সার্জনের সভাপতিত্বে " সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার বিষয়ক" আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় পরিচালক ডা. কাজী শফিকুল আলম ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান ডা. একিউএম সিরাজুল ইসলাম। এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক এম এম এরশাদ। সেমিনারে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপ্রবণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানবাধিকার, তথ্য প্রাপ্তি ও যাবতীয় সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সকলের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা অতীব জরুরী। সভা পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহনের পাশাপাশি ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে গত ১, ৫ ও ৮ ডিসেম্বর তারিখে KEPZ জোনে লিবার্টি পলি জোন বিডি লিমিটেড, এ্যারো ফ্যাশন গামেন্টস ও সিম্পস ফ্যাশন এর শ্রমিকদের মাঝে এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভাসমূহে এইডসের বিস্তার, ঝুঁকি, প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান। এতে অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য রাখেন লিবার্টি পলি জোন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মহিবুর রহমান পাজেল, এ্যারো ফ্যাশন প্রাঃ লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার আবু তৈয়ব ভূঁইয়া, সিম্পস ফ্যাশন এর পরিচালক এস এইচ পিএভিকে সহ পদস্থ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সম্পন্ন

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১০ গত ১১ - ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের জিমনেসিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়। দেশ ও দেশের মানুষকে ডিজিটালে উত্তরণের মাধ্যমে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে জনসম্পৃক্ততা তৈরীর লক্ষ্যে উক্ত মেলার আয়োজন করা হয়। গত ১১ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ মোহম্মদ আফছারুল আমিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত মেলায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আইটি সহ আরো বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল প্রদর্শন করেন। স্টল সমূহে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য ও আইটি সেবার ধরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা বিভিন্ন স্টলে ঘুরে ঘুরে নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর স্টলে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের সেবাসমূহ তুলে ধরা হয়। স্টল পরিদর্শনের পাশাপাশি রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী ও ইউসেপ বাংলাদেশের অংশগ্রহনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আইসিটি সহ আরো বিভিন্ন খাতে অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিশু একাডেমীতে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্ভাবনী অনুষ্ঠান

ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা জনগনের সকল স্তরে বিশেষ করে শিশুদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্ভাবনী অনুষ্ঠান গত ১১ নভেম্বর চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যোগাযোগ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের তথ্য সংগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের সুবিধা সমূহ উক্ত অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ আহমেদ, অতিরিক্ত (শিক্ষা) জেলা প্রশাসক খালেদ মামুন চৌধুরী প্রমুখ। ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিজিটাল বাংলাদেশের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়

বন্ধ হোক ইভ টিজিং সহ নারী উক্ত্যকরণের সকল অমানবিক প্রথা

সাম্প্রতিক কালে খুবই আলোচিত একটি ইস্যু ইভটিজিং। নারী সমাজ তথা কিশোরী ও যুবতীদের অনেকে ইভটিজিং এর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করছে। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার দায় শোধ করছে নিজের জীবন দিয়ে। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের জীবন পর্যন্ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তবে এই ব্যাধিটি আমাদের সমাজে একদম নতুন বলে মনে হয়না। স্মরণাতীত কাল থেকেই আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রীরা আসা যাওয়ার পথে কটুক্তি বাক্য সহ্য করে আসছে। শুধু মাত্র ছাত্রীরা নয় পেশাজীবি ও গৃহিনীদের রাস্তায় চলাচলের সময় বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল বাক্য শুনতে হয়। এবং দীর্ঘকাল থেকে মেনে নেওয়াকেই এই সমস্যার এক মাত্র সমাধান বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই সমস্যাটি যে একটি পর্যায়ে এসে পুরো সমাজকে কলুষিত করে তুলবে এই বোধটি আমাদের অনেকের মাঝেই তৈরী হয়নি। রাস্তা-ঘাটে নারী উক্ত্যকরণের বিষয়টি উঠে এলেও সামাজিক ভাবে এমনকি রাষ্ট্রীয় ভাবে বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি প্রতিরোধের জন্য কোন সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। যদিও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ভাবেও বিভিন্ন প্রকার আইন তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমাদের মা-বোনেরা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে যে অপমান ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তার কোন প্রতিকারতো দুরের কথা লোক লজ্জার ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পর্যন্ত হচ্ছেনা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উক্ত্যকরণ এর ধরনেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এখন নিজের গৃহেও নারীর নিরাপত্তা নেই। মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমেও নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে। মানুষ গড়ার কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নিপীড়ন, মহান পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার কর্তৃক যৌন হয়রানির সংবাদ আজ প্রতিনিয়তই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এ ভাবে আর কত দিন? সভ্যতার চরম লগ্নে এসে তবে কি আমরা ধীরে ধীরে অসভ্য হয়ে উঠছি? যে তরুণ ও যুবকদের উপর দেশ জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে তারাই যদি এই ধরনের একটি ঘৃণ্য ও অসভ্য আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে তবে জাতির আশা আকাংখার স্থানটি আর কোথায় থাকলো? সাম্প্রতিক কালে দেশের সকল শ্রেনী পেশার বিবেকবান মানুষ অন্যান্য নারী নির্যাতনের পাশাপাশি ইভ টিজিং এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এসছে। সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহও এই অমানবিক নির্যাতন বন্ধের জন্য মাঠে নেমেছে। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাও জারী হয়েছে। কিন্তু কোন উদ্যোগই ফলপ্রসু হবেনা যদিনা আমরা আমাদের তরুণ সমাজের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটাতে না পারি। আর এই কাজটি শুরু হতে হবে পরিবারের গন্ডি থেকে। প্রতিটি অভিভাবকেই নিজের সন্তানকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রভাগে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা সমূহে ইভটিজিং এর কুফল সম্পর্কে আলোচনা করে ধর্মীয় নেতারাও ইভটিজিং বন্ধে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন। সকলকে অনুধাবন করতে হবে ইভটিজিং একটি অমানবিক প্রথা যা নারীর উপর পাথর নিক্ষেপ বা দোররা ছোড়ার চেয়ে কোন অংশে কম ভয়াবহ নয়। আমাদের মা - বোনেরা রাস্তায় চলাচল করার সময় একই ভূখন্ডের নাগরিকের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে যা কারো কাম্য হতে পারে না।

ক্ষুদ্র ঋণ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

suman@ghashful-bd.org

সুজলা-সুফলা, শস্য - শ্যামলা এই বাংলাদেশে ধানভরা মাঠ, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছের দৃশ্যগুলি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুধু মাত্র চিত্র শিল্পীর সুনিপুণ রং তুলিতে আকাঁ কোন ছবি। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কিংবা তারও অধিক জনগোষ্ঠী কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষড়ঋতুর এই দেশে বন্যার সময় বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে যে পলিমাটি বসত, তার কল্যানে সারাবছর হরেক রকমের ফসল উৎপাদন হতো। খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাশয় সমূহ ছিল মাছে পরিপূর্ণ। সাগরের নোনা পানিতে পাওয়া যেত ইলিশ সহ হরেক রকমের মাছ। বিশ্বব্যাপী সোনালী আঁশ পাটের ছিল এক বিশাল বাজার। সময়ের পরিক্রমায় এই সব আজ নেই বললে চলে। বর্তমানে দেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ কয়েকগুন বেশী। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার সহ আরো হরেক রকমের সমস্যা বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের মৌলিক অধিকার সমূহ রক্ষা করতে সক্ষম হয়না। তাই পরিবারের অভাব বিমোচনের জন্য নারীরা ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চায়। কিন্তু তার জন্য যে পুজির প্রয়োজন তার সংস্থান করাটা তাদের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। জামানত দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহ থেকে ঋণ নেওয়াটা এই জনগোষ্ঠির জন্য খুবই দুরুহ ব্যাপার। অপর দিকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষেও বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা এক অর্থে অসম্ভব। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে বাংলাদেশে এনজিও সমূহ রিলিফ ওয়ার্ক থেকে শুরু করে তৃণমুল জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রদান সহ বিভিন্ন রকম উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাংখিত সুফল বয়ে আসেনি। এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের এনজিও সমূহ অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। এনজিও কর্মীরা গ্রামে ও শহরের তুলনামূলক ভাবে নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের দিয়ে সমিতি গঠন করে। সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে নারীরা এক দিকে নিজের পরিবারের খরচের অর্থ থেকে যতসামান্য অর্থ সঞ্চয় করছে। এবং এনজিও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহন করে ঘরে বসেই বিভিন্ন রকম আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ দিয়ে হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল পালনের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের তৈরী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্র তৈরী করে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করছে। শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরাও নিজেরা সেলাই, ব্লক, বাটিক সহ হরেক রকমের হস্তজাত সামগ্রী তৈরীর পাশাপাশি স্বামীর চায়ের দোকান, মুদির দোকান, কাপড়, ফল ও শাক সবজির ব্যবসা সহ ছোটখাটো আরো অনেক ব্যবসায় পুজি সরবরাহ করছে। কিন্তি শোধের জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে খুব একটা ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়না। কিস্তির পরিমাণ ঋণের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় এই সব নারীরা খুব সহজেই আস্তে আস্তে পুরো ঋণ শোধ করে দিতে পারে। এই ভাবে বছর শেষে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতা মহিলাটির কর্মকান্ড থেকে অর্জিত অর্থ একদিকে যেমন তার পরিবারের নিত্য চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালন করছে অন্যদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি অর্থ অতিরিক্ত হিসেবে তার কাছে সঞ্চয় থেকে যাচ্ছে। সঞ্চিত অর্থের সাথে পুনরায় গৃহীত ঋণের অর্থ দিয়ে সে তার কর্মকান্ডকে পূর্বের বছরের তুলনায় আরো সম্প্রসারণ করে পরিবারের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। যেই সব মহিলারা এক সময় শুধু মাত্র ঘর কন্যার কাজেই নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতো ক্ষুদ্র ঋণের কল্যানে এখন পরিবারের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলছে। বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া এই নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। নারী ক্ষমতায়ন বিশ্বব্যাপী সমাজ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। ক্ষুদ্র ঋণ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করে সমাজ উন্নয়নে একটি বড় ধরনের বিপ্লব ঘটিয়েছে যা সমলোচকবৃন্দ স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। একজন গরীব চাষী কিংবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি সামান্য পুজির অভাবে তার কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে না পারে তবে এই জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উচ্চমুখী করা কিভাবে সম্ভব? ক্ষুদ্র ঋণ গত ২ দশক ধরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে যে পরিমাণ অর্থের সরবরাহ করে আসছে তা দেশের আর কোন খাত থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হতো কিনা ? সবচেয়ে বড় কথা এই কার্যক্রমকে এই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ইতিবাচক ভাবে গ্রহন করেছে বলেই জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের পরও এর আদায়ের হার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায়শত ভাগ। এনজিও পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় উন্নয়ন কর্মীরা যে সততা, আন্তরিকা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে চলছে তা এক কথায় অতুলনীয়। বানিজ্য নয়, সেবাই এই কর্মীদের মুল লক্ষ্য। উন্নয়ন কর্মী অথবা সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের সাথে প্রতারণা করার উদাহারণ প্রায় বিরল বলা চলে। *(বাকী অংশ ৫ এরপাতায়)*

শাহ্ আমানত ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস

ঘাসফুল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২৮ নং ওয়ার্ডের আওতাভূক্ত পশ্চিম মাদারবাড়ী যুগী চাঁদ মসজিদ লেইনে অবস্থিত শাহ্ আমানত ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস। এই কারখানায় মোট ৮ জন পূর্ণবয়স্ক যুবক জাহাজ কাটার পুরাতন পাইপ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পাইপ ফিটিং, বেন্ড, গেইট বাল্ব, ফ্লাঞ্জ বল বাল্ব এর মত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরী করছে। এই সব যন্ত্রাংশ সাধারণত পানি ও গ্যাসের লাইন সংযোগ এবং বড় বড় কারখানায় স্টিম লাইন সংযোগের কাজে ব্যবহার করা হয়। ১ টি অটো এবং আরেকটি সেমি অটো মেশিন দিয়ে এইগুলি তৈরী হয়। কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় পুরাতন জাহাজ কাটার পাইপ। স্থানীয় ভাবে তৈরী হলেও জাতীয় বাজারে এই সব যন্ত্রাংশের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বিদেশ থেকেও এই সব ফিটিংস সমূহ আমদানী করা হয়। কিন্তু দামে কম ও টেকসই হওয়ার কারণে দেশে তৈরী সামগ্রীর দিকেই ক্রেতা সাধারণের নজর বেশী থাকে। ঘাসফুল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের ১০৭ নং সমিতির ২ নং সদস্য হাসিনা বেগমের স্বামী শামসুল হক শাহ্ আমানত ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শামসুল হক জানায় রাজধানী ঢাকা থেকে মূলত সে অর্ডার পেয়ে থাকে। প্রতি মাসে গড়ে ১২ - ১৫ লক্ষ টাকার সমমূল্যের যন্ত্রাংশ বিক্রি করে তার প্রায় ১ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়। কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুত বিল ও দোকান ভাড়া পরিশোধ করেও তার নীট লাভ হয় ২০-৩০ হাজার টাকা। আজ থেকে ১১ বছর আগেও এই পরিবারটির আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভাড়া ঘরে হাসিনা বেগম ও শামসুল হক দম্পতি ৪ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে বসবাস করত। শামসুল হকের পেশা ছিল ক্ষুদ্র আঙ্গিকে পুরাতন লোহা ক্রয় ও বিক্রয় এবং হাসিনা বেগম ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগে ধাত্রী হিসেবে কর্মরত ছিল। দুই জনের আয় দিয়ে সংসারের ভরণ পোষণের ব্যায় নির্বাহ করতেও তাদের কষ্ট হতো। পুজির অভাবে শামসুল হক নিজের ব্যাবসাটিকেও আশানুরুপ ভাবে সম্প্রসারণ করতে পারছিলনা। এই অবস্থায় স্বামীর লোহার ব্যবসায় পুজি সরবরাহের জন্য হাসিনা বেগম ২০০০ সালে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয়ে ঘাসফুল থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে। ক্ষুদ্র আকারের হলেও ঘাসফুল থেকে গৃহীত ঋণের অর্থ তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ২০০০-২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ছয় দফায় হাসিনা বেগম ঘাসফুল হতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে। ঋণের সমুদয় অর্থ লোহার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সুফল পেতে এই দম্পতিকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সংসারের ব্যায় নির্বাহ করে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় হিসেবে তাদের কাছে জমা থাকতো। এরই মধ্যে শামসুল হক নিজের লোহার ব্যবসাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালনার চিন্তা ভাবনা শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে লোহা ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণে সে বুঝতে পারে এই ধরনের জাহাজ কাটার লোহাকে কেটে হাইড্রোলিক মেশিনের সাহায্যে পানি, গাস ও স্ট্রিম লাইন সংযোগের যন্ত্রাংশ তৈরী করা গেলে বাজারে এই সব সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা থাবেবে। কিন্তু একটি সেমি অটো হাইড্রোলিক মেশিন ক্রয়ের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল। স্বামীর এই নতুন উদ্যোগকে সহযোগিতা করার জন্য হাসিনা বেগম ২০০৭ সালে ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগী কার্যক্রমের সদস্য হয়ে ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে। ঋণের অর্থের সাথে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি সেমি অটো মোল্ডিং মেশিন ক্রয় করে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরী ও স্থানীয় ভাবে বাজারজাত শুরু করে। শুরু থেকেই শাহ্ আমানত ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস কর্তৃক তৈরীকৃত যন্ত্রাংশের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। যার সুনাম ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের গন্ডি পেরিয়ে রাজধানী ঢাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করতে গিয়ে হাসিনা বেগমের ৪ ছেলে সন্তানও এই উদ্যোগের সাথে শামিল হয়। সাথে সাথে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বেশ কিছু নগদ অর্থ। এই অর্থ সরবরাহের জন্য হাসিনা বেগম ২০০৮ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল হতে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে। প্রয়োজনীয় পুজি, পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও শামসুল আলম সহ তার ছেলেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সংমিশ্রনে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাড়িয়ে যায়। ব্যবসার পরিধি আশাতীত ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে যাওয়ায় তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি অটো হাইড্রোলিক মোল্ডিং মেশিন। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭ লক্ষ টাকা। এই ক্ষেত্রেও ঘাসফুল এই উদ্যোগের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে ২০১০ সালে মেশিন ক্রয়ের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। ঘাসফুল থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও নিজেদের সঞ্চয়ের অর্থের সংমিশ্রনে খুবই সম্পৃক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অটো মেশিন স্থাপন করা হয়। এবং নতুন করে আরো ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হচ্ছে ১৮ হাজার টাকা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ফিটিংস যন্ত্রাংশ তৈরীর ক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত নাম। এই সব যন্ত্রাংশ তৈরী করে এই প্রতিষ্ঠানটি একদিকে যেমন সাশ্রয় করছে বৈদেশিক মুদ্রার অন্যদিকে এলাকার বেশ কিছু যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী হাসিনা দম্পতি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে পশ্চিম মাদারবাড়ীতে ৩ কাঠা জমি ক্রয় করে একটি সেমিপাকা ঘর তৈরী করেছে। যার সিংহ ভাগ অর্থের যোগান এসেছে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের মুনাফা থেকে। আজ থেকে এক দশক আগেও যে পরিবারটির ৮ শত টাকার বেশী ঘর ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য ছিলনা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চট্টগ্রাম শহরে নিজেদের মালিকানায় একটি বাসস্থান তৈরী সত্যিই স্বপ্নের মতো মনে হয়। নিজেদের দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছা শক্তির জোরে স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিয়েছে। এই বিষয়ে হাসিনা বেগমের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি মহান আল্লাহর কাছে শুকরীয়া আদায়ের পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতার জন্য ঘাসফুলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঘাসফুল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের একটি পরিবার নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার যে আমুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে সকলে বিশ্বাস করে।

তথ্য সংগ্রহ - নাজমুল আলম পাটোয়ারী, উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল।

ইভ টিজিং বন্ধ করতে হবে

(১ম পাতার পর) সভাপতিত্ব করেন ডিন ড. আবুল হোসেন । মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কালে প্রবন্ধকার ইভ টিজিং এর প্রেক্ষাপট, ইভ টিজিং এর ফলে আমাদের কিশোরী ও নারীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থান কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। প্রবন্ধের বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধক্ষ্য রীতা দত্ত, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এডভোকেট রেহেনা বেগম রানু, ঘাসফুলের সহ সভাপতি ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী, ইয়াং ওয়ান লিমিটেডের মেডিকেল ইনচার্জ লায়ন ডাঃ জাকিরুল ইসলাম, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের স্টাফ রিপোটার ফারুক তাহের প্রমুখ। ইডিইউ এর তাবাসসুম চৌধুরী সঞ্চালিত সেমিনারে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক - শিক্ষার্থী সহ ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে ইডিইউ ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটিতে ঘাসফুল অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ ২০১০ পালিত

৬-১২ বছর বয়সের সকল শিশুকে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর লক্ষ্য নিয়ে গত ১ - ৭ নভেম্বর সারাদেশে কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ পালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে ৪ হাজার ৬ শত জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল সহ গণকল্যান ও সেবক কলোনী এনএফপিই স্কুল ও মতিঝর্ণা, আবিদার পাড়া, রঙ্গীপাড়া, কৃষ্ণচূড়া, নীল পদ্ম, পুস্পিতা, প্রতিভা, চাঁদের আলো, জেসমিন, অপরাজিতা, নীল কণ্ঠ, হাসনাহেনা, দোলনচাঁপা এনএফই স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। শিশুদেরকে রোগ মুক্ত রেখে একটি সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশ ব্যাপী কৃমি নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ক্ষুদ্র ঋণ ও বাংলাদেশ ৩য় পাতার পর

তবে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও থাকতে পারে তার দায়ভার কোন ভাবেই বিশ্বব্যাপী নন্দিত ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতির উপর বর্তানো যায়না। এর বাইরেও ক্ষুদ্র ঋণের রির্পোটিং প্রক্রিয়ার দূর্বলতা নিয়ে কিছু সমালোচনা রয়েছে। যা দূর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ ও পিকেএসএফ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। একই ব্যক্তি কর্তৃক কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে খেলাপীর আওতায় পড়ছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বিয়টি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র ঋণের উপকারভোগীদের একটি ডাটা বেইজ তৈরী করা। যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারাদেশের উপকারভোগীদের বিষয়টি তদারকি করতে পারে। স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতায় বিশ্বাসী এই ধরনের বেশ কিছু এনজিও ইতিমধ্যেই নিজ উদ্যোগে ডাটা বেইজ তৈরীর কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লভ্যাংশ ও গ্রেস প্রিরিয়ড নিয়েও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। শুধু মাত্র ক্ষুদ্র ঋণ তত্ব নয় সারাপৃথিবীতে এই পর্যন্ত প্রয়োগকৃত অর্থনীতির সমস্ত তত্বই সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। যে কোন কার্যক্রমের সমালোচনা করার অর্থ হলো ভবিষ্যতে কাজটি আরো সুচারু ও জনকল্যানমূখী করে গড়ে তোলা। তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের দেশগুলিতেও বাংলাদেশকে রোল মডেল করে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ চলছে। চীনের মত দ্রুত বর্ধনশীল একটি শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অথচ যে দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রমের জন্ম সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারবেনা? যদি না পারে তবে তা হবে জাতি হিসেবে আমাদের জন্য দূভার্গ্যজনক। গত এক দশকের সংবাদপত্র সমূহের দিকেও যদি আমরা তাকাই তবে দেখতে পাবো অসংখ্য সফলতার গল্প। ২০১৫ সালের মধ্যে পুরো বিশ্বকে দারিদ্র্য মুক্ত করার যে লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রায় ঘোষনা করা হয়েছে তার ভিত্তি বছর ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৬২ শতাংশ। ২০০৮ সালের শেষ ভাগে এসে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ১২ ভাগ কমে ৫০ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। বৈদেশিক রেমিটেন্স, পোশাক রপ্তানীর পাশপাশি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও এই সাফল্যের অন্যতম দাবীদার। কিন্তু আমাদের যেতে হবে আরো বহুদুর। আর এই জন্য প্রয়োজন সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে আরো কিভাবে জনকল্যানমুখী করে গড়ে তোলা যায় তা নিয়েই এখন সকলকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে প্রয়োজনে আরো গবেষণা ও চিন্তাভাবনা চলতে পারে। তবে তা হতে হবে বাস্তবভিত্তিক। কারণ এই এই ধারণাটি কোন দেশ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে ধার করা হয়নি। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সম্মুন্নত রেখেই এই ধারণাটির জন্ম ও বাস্তবায়ন হয়েছে। যা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের মূল কথা।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে মৃতসদস্যের পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির বিপরীতে ঋণ স্থিতির সমুদয় অর্থ মওকুফ করে দেওয়া হয়। গত ৩ মাসে (অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১০) চলমান সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৬ জন, হাটহাজারী উপজেলায় ৭ জন, আনোয়ারা উপজেলায় ১ জন, পটিয়া উপজেলায় ২ জন, কুমিল্লা সদর উপজেলায় ৪ জন, নওগাঁ সদর ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ১ জন করে মোট ২২ জন উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত ব্যক্তিদের বিপরীতে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা। ঋণ স্থিতির পুরো অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। এবং ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ হতে শোক সম্পপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

ব্র্যাকের উদ্যোগে বার্ষিক চিত্রাংকন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের বার্ষিক চিত্রাংকন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা গত ২১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ জেলা শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ২০ জন শিক্ষার্থী সহ প্রায় ২ শত শিক্ষার্থী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা উপস্থিত সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফলে ঘাসফুল কোলাগাঁও স্কুলের ইমন দে প্রথম, চাপড়া স্কুলের ইয়াছমিন আক্তার দ্বিতীয় ও ফারজানা আক্তার ৩য় স্থান লাভ করে। চট্টগ্রাম জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দেবেশ চন্দ্র সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০১০ পালিত

"সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তভূক্তির অঙ্গীকার" নিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও গত ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০১০ পালন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা সমাজ কল্যান পরিষদ, সিএসডি ও ঘাসফুল সহ জেলায় কর্মরত এনজিও সমূহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু সুফিয়ান র‍্যালীর উদ্ধোধন করেন। নাসিরাবাদ সিডিএ এভিনিউস্থ সানমার ওশান সিটির সামনে থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে র‍্যালী শেষ হয় । র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছেমন আরা তৈয়ব এম পি। তিনি উপস্থিত প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিভিন্ন রকম ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক পারভীন মেহতাব। তিনি র‍্যালী ও সমাবেশ সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন

গত ২২ - ২৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম সেন্ট প্লাসিড্স হাইস্কুল মিলনায়তনে শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট প্লাসিড্স আর্ট ক্লাস, সানসাইন আর্ট স্কুল, জামাল খান সানডে আর্ট স্কুল, ঘাসফুল আর্ট স্কুল, ওয়াই ডাব্লিই সি এ আর্ট ক্লাস, নকশা আর্ট স্কুল ১ ও ২, অক্সফোড আর্ট ক্লাস এবং প্রেস ক্লাস সহ মোট ১০ টি আর্ট স্কুলের ৭০০ শিশু শিল্পীর অংকিত চিত্র উক্ত প্রদর্শনীতে স্থান পায়। গত ২২ অক্টোবর প্রদর্শনী শুরু হয়ে ২৪ অক্টোবর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শনী শেষ হয়। ঘাসফুল এডুকেয়ার আর্ট স্কুলের ১৬ জন শিক্ষার্থীর অংকিত চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এর মধ্যে ফারদিন খান ১ম পুরস্কার, ফারজানা বিনতি হায়দার ২য় পুরস্কার, ইফাজ হায়দার ২য় পুরস্কার, ইমরান মিয়া ও তন্ময় দেব ৩য় পুরস্কার লাভ করে। ২৩ অক্টোবর বিকেল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ফেডেক প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা সভা সম্পন্ন

পিকেএসএফ পরিচালিত ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলোপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশান (FEDEC) প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা সভা ৮ ডিসেম্বর মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের সাব - সেক্টরের উন্নয়নের পথে বাঁধা সমূহ চিহ্নিত ও দূরীকরণের লক্ষ্যে উক্ত মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ ও আইএফএডি (IFAD) এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মোঃ হাবিবুর রহমান ও মাহবুবুল ইসলাম খান। সভায় চট্টগ্রামে কর্মরত পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম আরো বেগবান করে অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সুপারিশ প্রনয়ন করেন। সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, মমতার নির্বাহী পরিচালক রফিকুল আলম, প্রত্যাশীর নির্বাহী পরিচালক মনোয়ারা বেগম, ইপসার অর্থ পরিচালক পলাশ চৌধুরী, মুক্তিপথের সহকারী পরিচালক প্রদীপ বড়ুয়া প্রমুখ।

ঝুর্কিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে এইডস প্রতিরোধে ঘাসফুলের কার্যক্রম

ঘাতক ব্যাধি এইডসের জন্য ঝুর্কিপূর্ণ বলে বিবেচিত পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে এইডস বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত অক্টোবর - ডিসেম্বর মাসে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এ্যারো ফ্যাশন ও ভ্যালিয়েন্ট গামেন্টর্স এ মোট ৫৮ টি এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) সেশন পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত সেশন সমূহের মধ্যে দিয়ে ১ শত ৯২ জন পুরুষ ও ১ হাজার ১৪ জন মহিলা সহ মোট ১২ শত ৬ জন শ্রমিককে এইডস প্রতিরোধে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৯৯ টি ভিডিও শোর মাধ্যমে ২ শত ৬৬ জন পুরুষ ও ২ হাজার ৭ শত ১৩ জন মহিলাকে এইডস সচেতনতামূলক ভিডিও শো প্রদর্শনের আওতায় আনা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গ্লোবাল ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) জিএফটিএম ৯১২ "এইচআইভি প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল হাই রিস্ক পপুলেশন এন্ড ভালনারেভল ইয়ং পিপল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাইম প্রকল্প সংবাদ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে হঠাৎ বিপদপন্নতার কুর্তি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল মাইম (MIME-Micro Insurance Mutual Enabling) প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন সভা গত ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ইনাফি বাংলাদেশের মাইম প্রকল্পের অপারেশন ম্যানেজার এস এম ইয়াহিয়া। দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত ওরিয়েন্টেশনে ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের বীমা কর্মকর্তা কান্তা মল্লিক সহ ৫ জন বীমা সংগঠক ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের উপ পরিচালক সাদিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, মারুফুল করিম চৌধুরী সহ ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১,২,৩,৪ এবং ৬ নং শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ। ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উক্ত ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীরা এই প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল উপকারভোগীদের আরো অধিকতরহারে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে অবগত হন। ওরিয়েন্টেশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ঘাসফুল উপকারভোগীকে ক্ষুদ্র বীমার কার্যকারীতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। এবং ৮১৯ জন ঘাসফুল উপকারভোগী ক্ষুদ্র বীমা পলিসি গ্রহন করে।

ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয় সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয় সভা গত ১৬ অক্টোবর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের উপপরিচালক মো: সাদিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমন্বয় সভায় সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য মাত্রা এবং অর্জনের পথে বাঁধা ও একজন সফল উন্নয়ন কর্মীর গুনাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলায় কর্মরত শাখা সমূহের ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত *(বাকী অংশ ৭ম পাতায়)*

জেন্ডার নীতিমালা বিষয়ক কর্মশালা

গত ৮ নভেম্বর সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের কক্ষে জেন্ডার নীতিমালা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় ঘাসফুল সংস্থার জন্য প্রণীত জেন্ডার নীতিমালার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত হয়ে একটি যুগোপযোগি ও কার্যকরী নীতিমালা প্রনয়নের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ সমূহ

পিকেএসএফ আয়োজিত মৌলিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১২ ও ১৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ প্রত্যাশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল অক্সিজেন শাখার সুপারভাইজার শুক্লা দে, ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৩ শাখার ক্রেডিট অফিসার মো: আল - আমিন ও আনোয়ারা শাখার নিরুপম চৌধুরী।

উন্নয়ন সংস্থা ইপসা আয়োজিত প্রোভাইডিং প্রাইমারী প্রিভেনশন অফ এইচআইভি / এসটিআই এন্ড রিস্ক রিডাকশান থ্রু ওয়ার্কপ্লেস ইন্টারভেনশন ইন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ১৮ - ২০ নভেম্বর ইপসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সহকারী সেলিনা আক্তার, নার্স হোসনা বানু, ও কমিউনিটি মবিলাইজার স্বপ্না চৌধুরী অংশগ্রহন করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১০) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ -

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৮৭২ জন রোগীকে ২৪ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪৩ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৬৩৪ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৮ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৯৬ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৭০৭ জন। এদের মধ্যে কনডম ৭৭৮ জন, পিল ১৪৯৫ জন, ইনজেকশন ৩৮৩ জন, সিটি ২৮ জন এবং লাইগেশন (রেফারেল) ১৪ জন ও ইমপ্লান্ট (রেফারেল) ৯ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৭৭ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৫ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৮২ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩০ টি গার্মেন্টস এর মোট ৬০১২ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১২৪০ এবং মহিলা ৪৭৭২ জন।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

১৯৯৭ সাল হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১০

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	২৩৬০৪	১৭৩২১	১০৬২১১৭০০	১৭৬৭৩৮৮৪০০	১৬০৮০১৩০১৯	১৫৯৩৭৫০৮১
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১২০৭৪	৯১৯৯	২৮৬৮২৮৮০	৪৪০৭২৮০০০	৩৬৮৬৪৯৬৯৫	৭২০৭৮৩০৫
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১৯০৮	১৬২৪	৩৮১৮০৯৬০	৪০৭২৯৪০০০	৩৪৭২৪০৯১০	৬০০৫৩০৯০
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৩৬	৩৬		৪৯৯০০০০	৪৯২৩১০৩	৬৬৮৯৭
অতি দরিদ্র ঋণ	৭১	৬৮	৭৮৬৪৮	২৪২৫০০০	২২৯৫৭৭১	১২৯২২৯
কৃষি ঋণ	৫২১	৩৯৭	১০৮৬৪২৪	১০৯১১০০০	৪৮২৮০৬১	৬০৮২৯৩৯
সর্বমোট	৩৮১৭৮	২৮৬০৯	১৭৪৩০৩৪১২	২৬৩৩৭৩৬৪০০	২৩৩৫৯৫০৮৫৯	২৯৭৭৮৫৫৪১

রোকেয়া দিবস ও আলোকিত নারী সম্মাননা অনুষ্ঠানে ঘাসফুল চেয়ারম্যান সংবর্ধিত

সিএসডিএফ (চিটাগাং সোস্যাল ডেভালাপমেন্ট ফোরাম) আয়োজিত রোকেয়া দিবস ও আলোকিত নারী সম্মাননা অনুষ্ঠান গত ৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ পক্ষ ২০১০ পালন কমিটির আহ্বায়ক সাংবাদিক নাসিরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রোকেয়া গবেষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুল আলম। তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মানবাধিকার ও নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান রহমান পরাণ, শহীদ জায়া বেগম মুশতারী শফি এবং সিতারা গাফফারকে আলোকিত নারীর সম্মাননা প্রধান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখিকা ফাহমিদা আমিন সহ বিভিন্ন এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, পেশাজীবি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয় সভা

(৬ষ্ঠ পাতার পর) ছিলেন সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, মারুফুল করিম চৌধুরী, সামছুল হক প্রমুখ। পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান এবং গতিশীল করার নির্মিত্তে সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলায় কর্মরত ঘাসফুলের ১৯ জন ক্রেডিট অফিসারকে উক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ঘাসফুলের ত্রাণ বিতরণ

দেওয়ানহাট সংলগ্ন সুপারীপাড়া ঠোঙ্গা কলোনীতে গত ২২ ডিসেম্বর আনুমানিক সকাল ৮ ঘটিকায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। কলোনীতে বসবাসরত ৪৫ টি পরিবারের ঘর, গৃহস্থালী ফার্নিচার, কাপড়, নগদ টাকা সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কলোনীর প্রবেশমুখে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটায় কোন কিছুই আগুনের লেলিহান শিখা হতে রক্ষা পায়নি। পাশাপাশি গত ১৩ ডিসেম্বর পশ্চিম মাদার বাড়ী ২ নং গলিতে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট হতে আগুন লেগে ২৫০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সংগঠিত অগ্নিকান্ড সমূহে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১১ ঘটিকায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রান বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ঘাসফুল সদস্যদের মাঝে হার্ড়ি, বাসন, জগ-গ্লাস সহ বিভিন্ন রকম তৈযজ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম নাসির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অগ্নিকান্ডে ক্ষতি গ্রস্থদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। এই সময় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের উপ পরিচালক মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ, তাইমুল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ ক্ষতি গ্রস্থদের সাথে তাদের ক্ষয় ক্ষতির বিষয়ে মত বিনিময় ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা

(১ম পাতার পর) তৈরীকৃত পণ্য সামগ্রী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করার লক্ষ্যে মেলার ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। ঘাসফুল উপকারভোগীদের তৈরীকৃত শীতল পাটি, নকশী কাঁথা, শাড়ীতে ব্লক, পুঁথির ব্যাগ, ফুলের ঝাড়ু, লেবুর জেলী, কুমড়ো বড়ি সহ আরো বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত গৃহস্থালী ও খাদ্য সামগ্রী ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। স্টল প্রদর্শনীর পাশাপাশি মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেমিনার সমূহে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রি, সচিব এবং দেশ বরেণ্য গবেষক, আলোচক ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। ৪ দিনের জমজমাট এই মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চীফ হুইফ জয়নাল আবেদীন ফারুক। সভায় বক্তারা দারিদ্র বিমোচন তথা ক্ষুদ্র ঋণের সুফল ঘরে তোলার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সমেত সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মেলায় ৯০ টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার ১৩০ টি স্টল স্থান পায়।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১০

শারিরীক শাস্তি বন্ধ হলে বাড়বে শিশু বুদ্ধি বলে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১০ পালিত

শিশুদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও ঝুকিঁপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসণ, শিশু নীতিমালা-২০১০ এর যথাযথ বাস্তবায়নের দাবী নিয়ে সারাদেশ ব্যাপী গত ৪-১০ অক্টোবর পালিত হয়ে গেল শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১০। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। ৪ অক্টোবর জেলা শিশু একাডেমীর উদ্যোগে র‍্যালী ও ৫ অক্টোবর কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের সুবিধা বঞ্চিত ও কর্মজীবি শিশু শিক্ষার্থীরা র‍্যালী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। এই ধারাবাহিকতায় গত ৯ অক্টোবর অন্তর ও অন্যান্য সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি, শিশু শিক্ষার্থী, অভিভাবক সহ সর্বস্তরের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহন করেন। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শিশু অধিকার সপ্তাহের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সংস্থা মমতার নির্বাহী পরিচালক জনাব রফিকুল আলম, সংশপ্তকের নির্বাহী পরিচালক সৌরভ বড়ুয়া, অন্তরের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জালাল উদ্দিন, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা প্রমুখ। ঘাসফুলের শিশু শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" গান ও নাচের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

নেস্ট প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু (বাম থেকে ৬ষ্ঠ) ও ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জহির আহাম্মেদ (বাম থেকে ৪র্থ)

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট-for the Children at risk প্রকল্পের আওতায় সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সেবাদানকারী সংস্থা, কর্মরত শিশুদের প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিক ও অভিভাবকদের নিয়ে মত বিনিময় সভা গত ১৫ ডিসেম্বর মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জনপ্রতিনিধি সহ অন্যান্যরা নেস্ট প্রকল্পের এনএফই কার্যক্রম ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নীত করার পরামর্শ দেন। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও প্রদত্ত সেবা সমূহ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ২৯ নং পশ্চিম মাদারবাড়ীর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু, ৩০নং পূর্ব মাদারবাড়ীর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহির আহাম্মেদ চৌধুরী, এলাকা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি এবং কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবের চেয়ারম্যান মোঃ শওকত আলী,সমাজ সেবিকা ফাতেমা বাদশা, সমাজ সেবক আলী মুহাম্মদ,ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১০ এর ফলাফল প্রকাশিত ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

স্বর্ণা - ১ম বিভাগ

কানিজ - ১ম বিভাগ

নারমিন - ১ম বিভাগ

শিশুদের এসএসসি পরীক্ষা বলে খ্যাত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল গত ২৮ ডিসেম্বর সারাদেশে এক যোগে প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আওতায় দেশের ৭ টি বিভাগে গত ২৩ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১৩ জন শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে। ২৮ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী নারমিন আক্তার, কানিজ ফাতেমা ও উম্মে নুসরাত স্বর্ণা সহ ৩ জন প্রথম বিভাগে, ৫ জন ২য় বিভাগে ও ৪ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

প্রতিরোধের অঙ্গীকার নিয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

"এইডস প্রতিরোধে আমাদের অঙ্গীকার, সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১ ডিসেম্বর দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চট্টগ্রামেও পালিত হয়ে গেল বিশ্ব এইডস দিবস ২০১০। এইডস দিবসের আহ্বান সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, *(বাকী অংশ ২য় পাতায়)*

প্রকাশনা : **ঘাসফুল, ৪৩৮**, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org